প্রথম আলো

তারিখ 19 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বিজ্ঞান শিক্ষক ছাড়াই বিজ্ঞান শিক্ষা?

মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাক্রমের ওপর প্রকাশিত বেশ কয়েকটি নিবন্ধ থেকে একটি চমৎকার তথ্য পাওয়া গেছে। দেশের প্রায় দেড় হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো বিজ্ঞান শিক্ষক নেই। এই তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-অষ্টম) সাধারণ বিজ্ঞান যা সব শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক তা কোন্ বিষয়ের শিক্ষক কীভাবে পড়াচ্ছেন? মাধ্যমিক (নবম-দশম) স্তরে যেসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা নেই, সেগুলোতে নিশ্চয়ই ব্যবসায় শিক্ষা বা মানবিক শাখা রয়েছে। পরের দুটি শাখার প্রত্যেকটিতে বর্তমান শিক্ষাক্রমের (১৯৯৫ সালে প্রণীত এবং ১৯৯৬ থেকে কার্যকরী) আওতায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আবশ্যিকভাবে একটি ১০০ নম্বরের সাধারণ বিজ্ঞান পড়তে হয়। এই সাধারণ বিজ্ঞানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা বিজ্ঞান শাখার জন্য পাঠ্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা জীববিজ্ঞানেও নেই। এই জটিল বিজ্ঞানও কি অন্য বিষয়ের শিক্ষকরাই পড়াচ্ছেন? তা কীভাবে সম্ভব?

একমুখী শিক্ষা প্রতিরোধ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিবর্গের এই প্রশ্নের উত্তর জানার দরকার আছে কি না, জানি না। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এই প্রশ্নের উত্তর জানার তাগিদ রয়েছে। তাই যারা কষ্ট করে এই তথ্য জোগাড় করেছেন, তাদের কাছে অনুরোধ—দয়া করে ওই দেড় হাজার বিদ্যালয়ের তালিকাটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন বা প্রকাশ করুন, যাতে আমরা সহজে ওইসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সেগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল দেখে আসতে পারি।

আবদুস সাত্তার মোল্লা
বিশেষজ্ঞ
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।